ব্রজবুড়ো

শঙ্কর চৌধুরী আধখানা হাতের রুটি ছিড়ে ডালে চুবিরে মুখে পুরে একটি পাশে বসা ছেলের দিকে চেয়ে নিলেন। তারপর চিবোতে চিবোতে বললেন, ‘তোকে একটা কথা বলব-বলব করেও বলা হয়নি। আমাদের ডাই একটা বাড়ির পারে একটা দোতলা বাড়িতে এক বুড়ো থাকে দেখেছি কি?’

‘হী হাঁ,’ বলল সূরু। ‘রোজ ইসকুল থেকে ফেরার পথে দেখি। এক তলায় বারাদই একটা বেতের চেয়ারে বসে থাকেন। আমার দিকে চেয়ে হাসেন।’

‘হাসিটা কি বেশ খোশ মেজাজের হাসি?’

সূরু একটু ভেবে বলল, ‘একটু দুই দুই হতে পারে।’

‘ওই বুড়ো সম্বন্ধে এখানে এসে অবধি অনেক কথা শুনছি, বললে শফরবাবু। ‘উনি নাকি তাহলে জানেন ; তুক তাক করে যাদের পছন্দ নয় তাদের অনিষ্ঠা করতে পারেন। মোট কথা, উনি ডাকলেও ওর কাছে যাস-টাস না।’

সূরুর বালো নাম সুবীর! বয়স বারো। তিনি মাস হল সুবীরেরা কলকাতা থেকে এই শহরে এসেছে। এখানকার এক কলেজে শিক্ষার চৌধুরী ইন্সটিটিউশনের প্রোফেসরের চারি পেয়েছেন। সুবীর কলেজের সম্মুখ ছেড়ে এখানে সেন্ট টমাস শুরু হয়েছে। সবাই বলে এই জায়গাটা স্থায়ী। শীতকালে যে বেশ শীত পড়ে সেটা এই নভেম্বরের গোড়াতেই সকাল-সন্ধ্যায় টের পাওয়া যাচ্ছে। সুবীরের মা-র জায়গাটা খুব পছন্দ। বললেন, ‘এখানকার বাতাসই আলাদা। প্রাণভরে নিস্কাশ নেওয়া যায়।’

এই কামাসেই ইসকুলে সুবীরের দু-একজন বন্ধু হয়েছে; তার মধ্যে দিব্যেদুরুকেই ওর সবচেয়ে ভালো লাগে। সুরু-দিবু ক্রাস পাশাপাশি বসে, দুজনেই পড়াশুনায় ভালো, খেলাখেলায় দুজনেই খুব উৎসাহ।

‘দিবু একদিন কথায় কথায় সুবীরকে বলল, ‘ব্রজ বুড়ো তো তাদের একটা বাড়ি পরেই থাকে।’

‘ব্রজ বুড়ো,’ সুবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। ‘সে আবার কে?’
'দেখিসনি মাথায় টাকু ফরসা বঁ, দাঁড়ি, গোক্ষ কামান--গলাবদ্ধ কোট আর ধুতি পরে বাক্সের মধ্যে বসে থাকে?'

সুবীর বলল, 'ওকে ঠাকুর লোকে ব্রজ বুড়ো বলে? ওকে ত রোজ দেখি।'

'সাবধান। বলল দিবেন্দু। 'ওকে চটাসনি। ও হাসলে দুইও হাসিম তুমি হাসই।'

'তুমি হাসই।'

তা হলে ঠিক আছে। ও যদি তোর পর ক্ষেপে যায়, তা হলে ওর বাড়িতে বসেই প্রেম মন্ত্র পড়ে তোর সর্বমাত্র করে ছাড়বে।'

'বাবাও আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন,' বলল সুবীর।

'একদিন পঞ্চাশ টাকায় একটা যুগ্ধি দিয়েছিল। কোথায় পেলো কে জানে। খুব রহস্যজনক ব্যাপার।'

'ওর পুরো নাম কি?'

'তা জানি না।'

এর কিছুদিন পরে সুবীরদের প্রতিবেশী অনুকূল সাহা সংস্থায় এলেন সুবীরের বাবার সঙ্গে আলাপ করতে। আগে আসনি কখনও—এই প্রথম। বয়সে সুবীরের বাবার চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড়। বসবার ঘরে সোফার এক পাশে বসে বললেন, 'দিস্টার্ক করলুম না তে?

'না নাই। বললেন শশুরবাবু। 'আমিই ভবিষ্যাম একদিন আমার ওখানে টু মারব। আপনি আলাহবাদ ব্যাপে আছেন না?'

'আজ্জে হীরা। —আমি সংসার করিনি। এখানে আমার বাড়িতে আমি একা। কলকাতায় এক ভাই আছে, লোহা লক্ষ্যের ব্যবসা করে। আপিস থেকে ফিরে পাড়ার কার্য না করতে বাড়িতে গিয়ে গল্পসম্পর্ক করি। অবশ্যই একজন বাদে।'

'কে?'

'ব্রজকিশোর বাঁড়ুজা। নাম শুনেছেন না?'

'যাকে ব্রজ বুড়ো বলে? আমাদের বাড়ির একটা বাড়ি পরে থাকে?'

'আজ্জে হীরা।'

'ভক্তলোকের ত অনেক গোলমাল শুনেছি।'

'বিশ্বাস, বুড়ো এখানে আসে বছর পনেরো আগে। আমি তখনও আসি নি, কিন্তু বুড়োর দক্ষিণের লাগোয়া বাড়ির নোন মল্লিক ছিলেন। তিনি ব্রজ বছর হল এখানে আছেন—সদানন্দ রোদে গয়নার দোকানে আছে। তিনি বললেন সুরেন্দ্র হোস্টল ছাড়াও বুড়োর সঙ্গে নাকি একটা সরুজ রঙের বাঙ্গা ছিল, সে এক আলিসান ব্যাপার। সঙ্গে একজন লোক ছিল, সে পরের দিন চলে যায়। ওই সরুজ বাঙ্গা কথা এখন
শহরের সকলেই জানে। আমাদের ত বিশ্বাস ওতেই বুড়োর তপ্ত মস্তকের সব সরঞ্জাম রয়েছে। উনি আসার আগে নাকি বাড়িটা খালিয়ে পড়ে থাকত।

‘তপ্রে ব্যাপারটা কি সত্যি বলে মনে হয়?’

‘আমি বলতে পারব না, তবে নরেশবাবুর কাছেই শুনেছি, বুড়োর দোতলায় ঘর থেকে মাঝারিতে নানারকম সব শব্দ শুনেছেন। করালের আওয়াজ, ডুগি পোটানোর আওয়াজ, বিড়বিড় করে বলা সব মজ্জ, মাঝে মাঝে হাসির শব্দ। এটা বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ বলছি—বুড়োর উত্তরের বাড়িতে যিনি থাকেন—ভবলোকের নাম বোধহয় জানেন?’

‘বাড়ির দরজায় কাঠের ফলকে দেখেছি—এন. কে. মজুমদার।’

‘ঈশ্বর নিশিকান্ত মজুমদার। ইনশিওরেশন আপিসে চাকরি করেন। ইনিও মাঝারিতে ওইসব শোনেন—এমনকী একদিন জানালায় একটা বীতৎস মুখ দেখেন। মজুমদার মশাই সোজা গীরে বুড়োকে বলেন যে
এইভাবে প্রতিবেশীর শান্তিভঙ্গ করলে তিনি পুলিশ খবর দেবেন। এটা বিকেল বেলা। বুড়া ভজন বারান্দায় বসে।’

‘শাসানের ফল কী হল?’

‘সেই ত কল্পিত। গোলমাল ত বন্ধ হলো না, মাঝখান থেকে নিশ্চিকান্তার গালমন্দ বাখিয়ে বসলেন। হাই কিউটার—১০৬ ডিগ্রি আধি উঠেছিল। হাতার বললেন ভাইরাস ইনকলেশন। সাতদিনে জুঁ ছাড়ে। নিশ্চিকান্তার দৃঢ় বিশ্বাস যুদ্ধে তুক করেছিলেন। নিলাঙ্গপালায় একটি ছেলে আছে, বয়স পাঁচ বছর, নাম রতন। আমাদের বাড়ির কাছেই কগমারার মোড়কেটে থাকে। বুড়ো নাকি তার সঙ্গে ভাব করার জন্য খুবই বাংল। হাসিমুখ করে হাতছানি দিয়ে ডাকে। রতন ওর ব্যাপার জানে, তাই কোনও আমল দেয় না।’

সুবীরকে তার বাবা বারণ করেছেন, কিন্তু দিবেন্দুকে কেউ বারণ করেনি। দিবেন্দু বাবা এইসব তত্ত্বমন্ত্র তুক তাক বিশ্বাস করেন না। বলেন, ‘একটা নিষিদ্ধ বুড়োকে উদ্ধেশ করে মিথ্যে গালমন্দ করা হচ্ছে। ঠিক দেখলেই বোঝা যায় ঠাঁক মধ্যে কোনও গোলো নেই।’

দিবেন্দু যদিও সুবুকে বুড়ো সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল, কিন্তু বাপের কাছ থেকে সে যে একটা বোপরোয়া তার পেয়েছে সেটা যাবে কোথায়? সে একদিন সুবুকে বলল, ‘আজ তোর সঙ্গে ফিরব। তোর বাড়ির যাওয়া হবে, আর বুড়ো কী করে তাও দেখা যাবে।’

সুবু তুক বুড়োকে বলল, ‘কিন্তু তুই নিজেই ত সেদিন বললি বুড়োর কাছ থেকে দূরে থাকতে।’

‘তা বলেছিলাম,’ বলল দিবু, ‘কিন্তু বাবা বললে বুড়োর মধ্যে কোনও দোষ নেই। তাই একবার গিয়ে দেখি না কি হয়। এত একবার আমাদেরকে তাও ভয় দেবে।’

সুবু তার বাবার নিশ্চিত উদ্ধেশ দিতে পারে না; সে বলল, ‘কাছে যেতে পারি, এমন কি কথাতে বলতে পারি, কিন্তু ওর বাড়ির ভেতরে ডাকলে যাবে না।’

‘ঠিক আছে। তাই হবে।’

ইস্কুল থেকে ফিরে পথে ব্যাপ্ত বুড়োর বাড়ি দেখা যেতেই সুবু বুড়ের ভিতর একটা ধূসর পুকুর শুরু হয়ে গেল। কিন্তু সে যে ভয় পেয়েছে সেটা ত দুর্ঘটে কিছুতেই জানতে পেয়েছে চলে না, তাই সে মনে সাহস এনে এগিয়ে চলল নিবার সঙ্গে।

হঠাৎ—কোনও সম্ভাবনা নেই। রাঙ্কার মতো আজও বুড়ো বসে
আছে বারান্দায়।

সুবু-দিবু এগিয়ে আসতে ঠিক অন্য দিনের মতোই বড়ো বুড়ো হাসি মুখে তাদের দিকে তোলেন। আজ সুবু বুড়োর হাসির মধ্যে সতিই একটা শয়তানি ভালোবাস্ত্রক করল।

'হাসছেন কেন? কিছু বলবেন?' দিবু বুড়োর সামনে থেমে পরিহার গলায় তিজড়ের করল।

'ওয়া থাকবে,' বললেন বড়ো। 'আমি ডাকলে আস না কেন?'

'ওরে বলল, 'আমাকে কোনওদিন ডাকেননি। আর ডাকলেই বা যাবে কেন?' ওরেক্ক যার-তার ডাকে আমি বাড়ি না।'

সুবু মনে মনে ভাবল—বাপেরে, দিবুর কী সাহস!

আবার দিবুই কথা বলল।

'আপনার সবুজ বাঁকো কী আছে?'

'কেন বলবে?' বুড়ো মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মিছকি হেসে বলল।

'আমার সঙ্গে আমার বাড়ির দোতলায় গেলেই জানতে পারবে।'

বেশি বাড়ির হয়ে যাচ্ছে দেখে সুবু এক নিশাচার বলে দিল,

'আরেকদিন যাব। আজ বাড়িতে কাজ আছে।'

দুজনে চলে এল পিছন দিকে না তাকিয়ে।

দিবু সুবুর বাড়িতেই বিকেলের খাওয়া সারল। খেতে খেতেই সুবুর বাবা কলেজ থেকে এসে গেলেন। সুবু কোনও কিছু না লুকিয়ে ব্রজবুড়োর সঙ্গে যা হয়েছে পুরো ব্যাপারটা বাবাকে বলে দিল।

শঙ্করবাবু কিছু গুলো থেকে বললেন, 'একবার করেছ এ জিনিস—আর কোরো না। দিবুদিবু, তোমাকেও বললুক, এসব ব্যাপারে সাহস দেখানো কোনও কাজের কথা নয়। বুড়োর মধ্যে অনেক গেলামাল। ওর প্রতিবেদীর কথা ত অবিশ্বাস করা যায় না। কালিই নিশ্চিন্তা শনাক্ত আমার বাড়ি এসেছিলেন। রজে ব্যান্ডের ঘর থেকে মাঝারিতে নাকি পিঠের আওয়াজ পেয়ে বুড়োর বাড়িতে গিয়ে দরজা ধাকা দেন। কেউ দরজা খোলে না।'

এর সম্প্রতিহামেকে পরে এক রবিরাম সকালে সুবুরের বাড়ির সামনের দরজায় টোকা পড়ল। সুবুর বাবা খবরের কাগজ পড়েছিলেন, ছেলেকে বললেন, 'দ্যাখ্ত কে এল।'

সুবু দরজা খুলল দেখে খোরি সুট পরা একজন বেশ ভালো দেখে ভীরুচুক, বয়স ত্রিশের খুব বেশি না। তার পিছনে রাস্তায় একটা টাক্কি দাঁড়িয়ে—এটাও সুবুর চোখে পড়েছে।
'ব্রজকিশোর ব্যানার্জির বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন ।?'

ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন সুবর্ণ বাবাকে। 'চুয়ার নম্বর সেটা জানি, কিন্তু এখানে ত দেখছি কোনও বাড়িতেই নম্বর লেখা নেই।'

শহীদবাবু দাঁড়িয়ে উঠে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এই দিকে আমার বাড়ির পরের পরের বাড়িটা।'

'থাকতে।'

ভদ্রলোক যাবার জন্য ঘুরেছিলেন, কিন্তু শহীদবাবুর একটা প্রশ্ন থেকে গেলেন।

'আপনি কি ওঁর আত্মীয় ।?'

'ঠা। আমি ওঁর ভাইপো। ছোট ভাইয়ের ছেলে। আসি।'
ভ্যুলোক চলে গেলেন। শক্রবাবু আমার সোফায় বসে বললেন, ‘হাইলি ইটারেস্টিং। আমার ধারণা ছিল ব্রজ রুডের তিন কুলে কেউ নেই।’

বিকেলে সুরুচি সাছে, এমন সময় দরজায় আমার ট্যাকা পড়ল। সুরু খুলে দেখে আমার সেই সকলের ভ্যুলোক।

‘একটু আমার পারি কি?’

শক্রবাবুও উঠে এসেছেন, বললেন, ‘হা হা, নিশ্চয়ই। আসুন আসুন।’

ভ্যুলোক ঘরে চুকে এলেন।

‘বসুন। চা খাবেন?’

‘না, থ্যাঙ্কস। এইমাত্র খেয়ে আসছি।’

‘ব্রজবাবুকে কেমন দেখলেন?’

‘সেইটে নিয়েই একটু কথা বলতে এলাম,’ বললেন ভ্যুলোক।

‘আগে আমার পরিচয়টা দিন। আমার নাম অমিতাভ ব্যানার্জি। আমার পেশা হচ্ছে মনের ব্যারামের চিকিৎসা করা। সাইকোথার্পি। কলেজে পড়ার সময় থেকেই শুরুটা হয়েছিল; বাবা রাজি হয়ে গেলেন। আমি বিলেট গিয়ে পাশ করে ওখানে তিন বছর প্র্যাকটিস করছিলাম—কিছুদিন হল কলকাতায় এসেছি। বাবার কাছ থেকেই জ্যাঠার কথাটা শুনেছিলাম। বাবা লখনৌতে একারিত্ব করতেন, আমার জন্ম, পড়ালগ্না সবই ওখানে। আমি ব্রজ জ্যাঠাকে কেনও দেখিম দেখিনি। যখন কলকাতায় গিয়েছি, তখন ব্রজ জ্যাঠার আপনাদের এখানে চলে এসেছেন। এটা শুনেছিলাম যে কলকাতায় খুশির জ্যাঠার চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকতেন, কারণ সঙ্গে মিলতেন না। ডাক্তার দেখে বলেছিলেন শরীরে কোনও ব্যারাম নেই।’

‘তবে বাড়িতে রয়েছেন, সেটা কার?’

‘চূটা আমার ঠিকুরদা তৈরি করেছিলেন। উনি ব্যাসা করতেন, অনেক পয়সা করেছিলেন। মারা যাবার আগে তিন ছেলেকে উইল করে টাকা সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে যান। কাজেই ব্রজ জ্যাঠার টাকার অভাব নেই।’

‘উনি কি ত্যুক-ট্যুক চরা করেছেন নাকি?’

‘কী যে করেছেন তা কেউ সাধ্য বলতে পারবে না। আমার ধারণা ছিল শরীরের মেজে জ্যাঠার কাজ ছিল ব্যাসা। ব্রজ জ্যাঠার কলকাতাতেই থাকতেন, তবে গোটা তিনেক চাকর ছাড়া দেখানি আর কেউ ছিল না। তেজরের ব্যাপার জানি না, তবে ঠাঁবি যে মানসিক ব্যারাম রয়েছে তাতে অস্ত আমার কোনও সঙ্গে নেই। কথা হচ্ছে—কী
'বায়াম ?'

'সেটা এখনও ধরতে পারেননি ?'

'ধরব কি করে ? আমার সঙ্গে ত কথাই বলছেন না। ... তবে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'কি ?'

'ওর চাকরি বলছিল উনি নাকি ছেটদের উপর কখনও রাগ করেন না। তাই তাহবিলাম, যদি আপনার ছেলেকে একবার সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে হতে উনি মুখ খুলতে পারেন।'

সুর বলল, 'ওর একটা সরুজ বাঙ্গা আছে কি ?'

অমিতাভবাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, 'বাং মানে কি — সে তো এক বিশাল ট্রাঙ্ক। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওরে কি আছে। উনি কেনও জবাব দিলেন না।'

শক্তরাবু বললেন, 'ঠিক আছে। আমার ছেলে যাবে; কিন্তু তার সঙ্গে তার বাবাও যাবে।'

'নিচ্ছই। সে তো খুব ভালো কথা। আমি খানিকটা জের পাব।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনজনে বেরিয়ে পড়ল। ব্রজ বুড়োর বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিয়ে একটা বুড়ো চাকর এসে দরজা খুলে দিল। 'বাবু কোথায় ?' জিজ্ঞেস করলেন অমিতাভবাবু।

'দোতলায় শোবার ঘরের, বলল চাকর।'

'আজ বাইরে বসবেন না ?'

'আজ আপনি আসার পর থেকেই উনি কেমন মন হয়ে গেছেন। আজ বিকেলে চাও খেলেন না।'

'ঠিক আছে। আমারা ওর সঙ্গে একটু দেখা করব। আসুন মিটার।'

'টায়ুকি।'

তিনজনে দোতলায় গিয়ে হাসির হল। ডান দিকে একটা দরজা, সেটাই ব্রজ বুড়োর শোবার ঘর। ডাঁ ব্যানার্জির পিছন পিছন শক্তরাবু আর সুরু ঘরে দুঘরল।

ব্রজ বুড়ো বালিশে পিঠ দিয়ে খাটে আঘ শোয়া। সুবুকে দেখেই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল।

'তোমার সঙ্গে আবার এরা কেন ?' অভিমানের সুরে বললেন ব্রজ বুড়ো।

সুর বলল, 'আপনি সরুজ বাঙ্গার কথা বলেছিলেন — সেটা দেখতে এলাম।'

প্রকাশ সরুজ ট্রাঙ্কটা সুরু ঘরে দুঘরে দেখেছিল। খাটের উপাদানকে
দেয়ালের সামনে রাখা রয়েছে। বোঝাই যায় আদিকালের ট্রাক।

‘নিশ্চয়ই দেখার’ বললেন রোজ বুড়ো। ‘কিন্তু এখন না। এরা ঘর থেকে রেখে দেখার।’

ডাঃ ব্যানার্জি শঙ্করবাবুকে বললেন, ‘চলুন মিস্টার চৌধুরী—আমরা পাশের ঘরে যাই।’

দুজন বেরিয়ে মেতে বুড়োর মুখে আবার হাসি ফুটল। সুবর্ণ বুকের ভিতর আবার ধুপপুকুরি।

রোজ বুড়ো খাট থেকে নেমে টেক থেকে একটা চাবি বার করে ট্রাস্ট খুলে ডালটা উপরে তুলে দিলেন।

‘দ্যাখা!’

এক্কু! এ যে খেলনায় ভর্তি! রেলগাড়ি, বন্দুক, রাঙ্গনের মুখোশ, বিশ্বিং ব্লকস, মেকানো, লুড়ো, লটো, করতাল-বাজানো সং, খেলার ডাম, খেলার গ্রামাকোন, তা ছাড় আরও কত খেলা যে সব সুবর্ণ কোনওদিন
চাওই দেখিনি—নাম শোনা ত দূরের কথা।

'এগুলো কার?' সুরু লোক গিনে জিজ্ঞেস করল। রজ রুদ্রো দুঃখ মাধার উপর তুলে কুঁড়ে বাড়িয়ে গা দুলিয়ে দুলিয়ে গান করছিলেন—'আমি ব্যাপারে তিনি সিং, তাই নাটি তিনি তিনি—এবার আপনি এক করে নিজের বুকে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন—'আমি কি না?'

সুরু বলল, 'বাবা আমার ডাকাতীবাড়ি তাকি?'

'ওরা যদি আমার খেলনা নিয়ে নেয়?' রুদ্রো কর্ণশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

'মোটেই নেবে না। ওরা খুব ভালো লোক। আপনার কোনও অনিশ্চিত করবে না।'

'তবে ডাকো।'

দুজন এলেন। ট্রাকের ডালা এখনও খোলা।

অমিতাভ ব্যান্ডি ভিতরের জিনিসগুলো দেখে চাপা গলায় বললেন,

'সব ব্রিটিশ আমলের বিলিতি খেলনা। ওর নিজের হেলেকেলার জিনিস। এর জুড়ি আজকাল আর এদেশে পাওয়া যাবে না।'

তারপর রজ রুদ্রোর দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনি বসুন, জ্যাঠার, বসুন। আমরা আপনার ভালো করতেই এসেছি।'

'যে ভালো রয়েছে, তাকে আবার ভালো করবে কি?' কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলেন রজ রুদ্রো।

'ঠিক বলছেন,' বললেন ডাঃ ব্যান্ডি। 'আমি ভুল বলেছিলাম।

আপনার কোনও চিস্তা নেই। আমি কালকেই চলে যাব।'

'যাবে এই কী, নিশ্চয়ই যাবে।'

অমিতাভ ব্যান্ডির সঙ্গে সুরু আর শফ্রবাজু নীচে নেমে এলেন।

'এও একরকম মনের ব্যাথা, জানেন ত?' বললেন ডাঃ ব্যান্ডি।

'শরীরে বাধ্যের পুরো ছাপ, কিন্তু মন সেই বালক অবস্থার পরে আর বাড়েনি। বড়দের তাই সহা করতে পারেন না। নিজের বয়সের সাথী খোঁজেন। অথচ কোনও ছেলে ওর কাছে যাবে না। কী করণ অবস্থা ভেবে দেখুন ত?'

'আপনি সত্যিই কাল চলে যাবেন?' শফ্রবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যা। আমি গেলে উনি ভাল থাকবেন। তা ছাড়া এই বারামের
চিঙিতসা বলে ত কিছু নেই।'

শঙ্করবাবু ছেলের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'তুই মাঝে মাঝে ব্রজ বুড়োকে সঙ্গ দিস। তোর বন্ধুদেরও বলিস।'

সুবুরা অমিতাভবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করল। দোতলার ঘর থেকে তখন করতালের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাছে—

'বাড়ুড় বলে ওরে ও ভাই সজারু
আজকে রাতে দেখবি একটা মজারু—
আজকে রাতে চামচিকে আর পঞ্চাচারা...'